সতী

(২০শে কার্তিক, ১৩০৪)

'সতী' কাব্যনাট্যে অতি উচ্চাংশের নাটকীয়ত্ব বর্তমান। সমস্ত ঘটনার অনিবার্য পরিণাম একটি যুদ্ধোত্তর শ্মশানদৃশ্যে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। বিপরীতমুখী ভাবের সংঘর্ষে পাত্র-পাত্রীর চিত্ত-দ্বন্দ্ব চরমে উপনীত হইয়া একটা মর্মান্তিক ঘটনার পরিণতি লাভ করিয়াছে। একটি দৃশ্যই যেন একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নাটক—একটা বৃহৎ নাটকের ঘনীভূত রূপ। পল্লবিত অভিভাষণ বা দীর্ঘ লিরিক উচ্ছ্বাস ইহাতে অনেকখানি সংযত ও সংহত; প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যাভিমুখী, পরিমিত সংলাপ স্বাভাবিকভাবে ঘটনার গতিকে পরিণামের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে নাটকীয় গুণে 'সতী'ই শ্রেষ্ঠ।

এই নাটকের আখ্যানভাগ একটি মারাঠী গাথা হইতে গৃহীত। বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাই-এর বিবাহ ঠিক হইয়াছিল জীবাজির সহিত। জীবাজি বিবাহ করিতে যাত্রা করিয়াছে, এমন সময় পথের মধ্যে বিজাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ্ তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করে এবং তাহারই বরপরিচ্ছদ পরিয়া ও শিবিকায় চড়িয়া, লোকজন ও মশাল লইয়া বিনায়ক রাও-এর বাড়ীতে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়। এদিকে জীবাজি আসিয়াছে বলিয়া উপস্থিত সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই মুসলমান সভাসদ্ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া বিস্ময়বিমূঢ় কন্যাপক্ষীয়দের মধ্য হইতে ঝড়ের মতো অমাবাইকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তারপর জীবাজি বন্ধনমুক্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত। তখন বিনায়ক রাও, জীবাজি প্রভৃতি সকলে বিবাহের হোমাগ্নি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, এই মুসলমান দস্যুকে বধ করিয়া তাহারা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে।

এদিকে অমাবাই তাহার অপহারককে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার পত্নীত্বের মর্যাদা লইয়া তাহার ঘরে বাস করিতেছে। তাহাদের একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছে।

তারপর বহুদিন পরে তাহাদের প্রতিজ্ঞা-পালনের সুযোগ ঘটিল। ভীষণ সৈন্যযুদ্ধে বিনায়ক রাও মুসলমানকে পরাস্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে বধ করিয়াছে, জীবাজি সে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। এমন সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অমাবাই-এর সংগে বিনায়ক রাও-এর দেখা। বিনায়ক অমাকে মুসলমানের গৃহ ছাড়িয়া, পুত্রকেও ছাড়িয়া, গঙ্গাতীরে তীর্থে বাস করিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান ও শিবনাম জপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু অমাবাই বলিল, সে কোনো পাপ করে নাই, কায়মনোবাক্যে সে পতিসেবা করিয়াছে, সে সতী। এমন সময় অমাবাই-এর মাতা রমাবাই-এর রণক্ষেত্রে প্রবেশ। সে এই কলঙ্কিনী কন্যার সতীখ্যাতি রটাইয়া ঢাকিবার ইচ্ছায় বাগ্‌দত্ত স্বামী জীবাজির চিতায় তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিবার আয়োজন করিল। তখন অসহায়া কন্যার প্রতি বিনায়কের স্নেহ ও করুণার আবির্ভাব হইল। সে তাহাকে পুত্রসংগে তাহার নিকট যাইতে বলিল। কিন্তু রমাবাই-এর আদেশে জীবাজির সৈন্যগণ বৃদ্ধ বিনায়ক রাওকে বন্দী করিল এবং বাগ্‌দত্ত পতি জীবাজির চিতায় অমাবাইকে স্থাপন করিয়া উচ্চ বাদ্যধ্বনি ও সতীত্বের জয়ধ্বনির মধ্যে তাহাকে পোড়াইয়া মারিল। এই ঘটনাটিই এই কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু।

এই কাব্যনাট্যে একমাত্র বিনায়ক রাও-এর চরিত্রে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দ্বন্দ্ব ধর্মের আদর্শ ও সন্তানস্নেহের মধ্যে। এই ধর্ম সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র সমাজধর্ম—একটা

সামাজিক সংস্কারমাত্র। এই ক্ষত্রধর্মের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণকন্যার হরণকারী যবনকে সে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে, কন্যা যবনই তাহার প্রকৃত স্বামী এবং সে যবনের ধর্মপত্নী বলিয়া বারবার ঘোষণা করিলেও তাহাকে পুত্র ছাড়িয়া, যবন দস্যুর চিন্তা ছাড়িয়া, গঙ্গাতীরে শিবনাম জপের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিয়াছে। কিন্তু যখন রমাবাই তাহার গর্ভের কলঙ্ক দূর করিবার জন্য অমাবাই-এর বাগ্‌দত্ত স্বামী জীবাজির চিতায় তাহাকে পুড়াইয়া মারিতে সংকল্প করিল, তখনই বিনায়কের হৃদয়ের নিত্যসত্যধর্ম—পিতৃধর্ম জাগরিত হইল। সন্তানের হৃদয়ভেদী পরিণাম-চিন্তায় নিরুদ্ধ স্নেহের উৎসমুখ খুলিয়া গেল, আচার বা সংস্কারের বন্ধন আর তাহাকে রোধ করিতে পারিল না। সন্তানস্নেহ তখন নিত্যসত্য পিতৃধর্মে রূপান্তরিত হইল এবং সর্বসংস্কারধর্মমুক্ত বিনায়ক তখন শাশ্বত পিতৃধর্ম—হৃদয়ধর্মের চরম জয়ঘোষণা করিল।

প্রথমে সমাজ-সংস্কার ও পিতৃস্নেহের সহিত তাহার একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তবে তখনও সংস্কার প্রবল, কেবল কন্যার দুঃখগ্লানিদগ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একটা সহানুভূতি উৎসারিত হইয়াছে মাত্র। তাই তাহার নিজের সংস্কার-অনুযায়ী যবনের স্মৃতি ও পুত্র ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আবার নির্মল হইয়া পিতার কোলে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে।

অতীত নির্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত করে দিক তোরে। সদ্য শিশুসম
আরবার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতি-মাতার গর্ভ হতে। নব দেশে,
নব তরঙ্গিণীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটিরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণ করে।

তারপর রমাবাই যখন জীবাজির চিতায় অমাকে পোড়াইয়া সতী নাম প্রচার করিবার সংকল্প প্রকাশ করিল, তখন সেই সন্তানস্নেহ প্রবল হইয়া সংস্কারকে পরাজিত করিল। বিনায়ক অমাকে তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিল, সেই সংসারই তাহার পক্ষে তীর্থক্ষেত্র—ধর্মক্ষেত্র। পূর্বে যে কন্যাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিত্য গঙ্গাস্নান ও জপতপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং নিষ্পাপ হইয়া সমাজের বাহিরে দূরদেশে নবশিশুর মত পিতার কাছে থাকিতে বলিয়াছিল, এখন সেই মত পরিবর্তন করিয়া সে নিজে তাহাকে স্বামীর গৃহে ফিরিতে বলিল এবং স্বীয় পত্নীকে অমার পক্ষে স্বামি-গৃহে ফিরিবার যৌক্তিকতা দেখাইল,—

যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।…
যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তর ছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে
আনিতে দিতাম তারে; সে যে ফলেফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে

নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জীব বন্ধন
ধর্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।—যাও বৎসে চলে,
যাও তব গৃহকর্মে ফিরে—যাও তব
স্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে—অভিনব
ধর্মক্ষেত্র মাঝে।

শেষে যখন অবিচলিত-হৃদয় রমাবাই কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিল না, এবং জীবাজির সৈনাগণকে অমাবাইকে বন্দী করিতে আদেশ দিল, তখন ক্ষুদ্র সংস্কারধর্ম বিনায়কের হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন পিতৃস্নেহ নিত্য হৃদয়ধর্মে—চিরন্তন মানবধর্মে পরিণত হইল। তখন রুদ্ধ চোখ তাহার খুলিয়া গিয়াছে—সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের বিপক্ষে সে কন্যাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল।

আয় বৎসে। বৃথা আচার বিচার।
পুত্রে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়।

কিন্তু শেষমুহূর্তে সে নিজেই বন্দী হইয়া কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র সমাজধর্ম জয়ী হইল—সত্য ধর্ম উপেক্ষিত হইল।

অমাবাই-এর জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। সে যবনকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে; প্রেমে জাতিকুল-বিচার নাই, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই, হৃদয়ের স্বতউৎসারিত এই আবেগ। পত্নীভাবে সে স্বামীকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, তাহার ভালোবাসা পাইয়াছে, তাহার সন্তান গর্ভে ধরিয়াছে। সতীধর্ম তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যবনকে বিবাহ করায় তাহার জাতি গিয়াছে, ধর্ম গিয়াছে—একথা সে বিশ্বাস করে না। এই সামাজিক সংস্কারের কোনো প্রভাব তাহার উপরে নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এ-কথা সে পিতাকে বুঝাইয়াছে, মাতাকে বুঝাইয়াছে, আচার-ধর্মমোহগ্রস্ত মাতাকে ধিক্কার দিয়াছে, অন্যায়ভাবে পরপুরুষের চিতায় তাহাকে পুড়াইবার সিদ্ধান্তে বিধাতার ন্যায়দণ্ড মাতার শিরে বজ্রাঘাত হানুক বলিয়া সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে।

সে পিতাকে বলিয়াছে,—

তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।

বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান:···
হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ। ধর্মের সে নয়।
অন্তরে অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।

মাতা ম্লেচ্ছ মুসলমানকে পতি বলায় বিদ্রূপ করিলে সে গর্বোন্নত শিরে বলিয়াছে.—

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যমনে
পূজিয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে। নহি আমি হীনা
জননী, তোমার চেয়ে,—হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

মাতার নির্মম সংকল্পে সে বলিয়াছে,—

ছাড়ো লোকলাজ
লোকখ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ,—
সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধো যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য কবে—
কিন্তু মাতঃ নিত্যকাল অপরাধী রবে
শ্মশানের অধীশ্বর পদে।

মাতার সংকল্প অচল, অটল. নিদারুণ দেখিয়া শেষমুহূর্তে সে ভগবানের কাছে ন্যায়বিচার চাহিয়াছে,—

জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু,—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

অমাবাই সত্যধর্মের তুলাদণ্ডে তাহার নিজের সমস্ত আচরণ মাপ করিয়াছে. তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষ সে দেখে নাই। তাই তাহার কার্যে সে লজ্জিত নয়, অনুতপ্ত নয়. পিতামাতার ক্ষুদ্র সমাজধর্মের ব্যাখ্যায়. তাহাদের দুঃখ-লজ্জায় সে বিচলিত হয় নাই। অপরিবর্তনীয়, অনমনীয় ন্যায়বুদ্ধি ও নিষ্পাপ বিবেক-চেতনা তাহার চরিত্রে আগাগোড়া একটা অসাধারণ দীপ্তি দান করিয়াছে।

রমাবাই বিচার-বিবেকহীন, অবিচলিত সংস্কারধর্মের প্রতীক। সংস্কার তাহার জীবনে এমন দৃঢ়মূল যে, উহার প্রভাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিচার-বুদ্ধি সব মৃত। সংস্কার, প্রথা ও লোকমতই তাহার জীবনে সত্য। তাহার রক্ষার জন্য সে যে-কোনো উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নয়। লোকে কন্যার বিধর্মী-বিবাহে মাতার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারে মনে করিয়া সে বাগ্‌দত্ত পতির সহিত তাহাকে একচিতায় পুড়াইয়া সতীখ্যাতি রটাইয়া দিবে। সন্তান-স্নেহ ও হৃদয়ের উপরে তাহার লোকনিন্দার ভয় ও লোকখ্যাতির আগ্রহ। সমাজবিধি ও লোকমতই তাহার ভালোমন্দের মাপকাঠি,—বিচারহীন, বিবেকহীনভাবে উহাই পালন করা তাহার ধর্মের আদর্শ। তাই সে বলিয়াছে,—

কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে,
সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশান ধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে।

কন্যা অমাবাই যেমন সত্যধর্মে স্থির-বিশ্বাসী, মাতা রমাবাই তেমনি ক্ষুদ্র সমাজধর্মে অবিচল-বিশ্বাসী। দুইটি নারীচরিত্রের মধ্যেই কোনো দ্বন্দ্ব নাই। উভয়েই নিজ নিজ বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য পাষাণপ্রাচীরে সুরক্ষিত।

গান্ধারীর মতো অমাবাই সত্য ও ন্যায়ধর্মের প্রতীক। গান্ধারী যেমন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, অমাবাই তেমনি পিতামাতার কাছে ক্রমাগত দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠে সত্য ও ন্যায়ধর্মের আবেদন জানাইয়াছে।

রমাবাই সামাজিক ও লৌকিক সংস্কার বা সমাজধর্মকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কোনো প্রতিকূল শক্তি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সে তাহার সমাজধর্মপালনে স্থিরসংকল্প এবং কঠিন ও নির্মম কার্যসাধনেও পরাঙ্মুখ নয়। এদিক দিয়া তাহার চরিত্রে গান্ধারী বা অমাবাই-এর মতো একটা দৃঢ়তা আছে; বরং তাহার দৃঢ়তা একেবারে পাথরের মতো নিরেট ও অচল। সংস্কার বা প্রথা বুদ্ধিবিচারের ধার ধারে না, তাই তাহার প্রতি নিষ্ঠা হয় অন্ধ, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর ও আবেগময়। রমাবাই-এর চরিত্রের এই অন্ধনিষ্ঠা একটা উৎকট, হৃদয়হীন রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল সত্যধর্ম ও পুত্রস্নেহের মধ্যে। তাহাতে পুত্রস্নেহই জয়লাভ করিয়াছিল—সত্যধর্মের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। বিনায়কের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল সামাজিক প্রথা বা ক্ষুদ্রসমাজধর্ম ও সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে। এই ধর্ম মিথ্যা বা ছদ্ম ধর্ম। সন্তান-বাৎসল্য এই ক্ষুদ্র ধর্মকে ধ্বংস করিয়া বৃহৎ সত্যধর্মের দ্বারে তাহাকে পৌঁছাইয়া ছিল। বরং সন্তান-বাৎসল্যই রূপান্তরিত হইয়া গেল সত্য পিতৃধর্মে, হৃদয়ধর্মে—নিত্য সত্যধর্মে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে এই সন্তানবাৎসল্য সত্য ও ন্যায়ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ অন্ধ পিতৃধর্মে পরিণত হইয়া রহিল। বিনায়ককে এই সন্তানবাৎসল্য সংস্কারধর্মের ঊর্ধ্বে উঠাইয়া নিত্যধর্মের মন্দিরে লইয়া গেল, আর ধৃতরাষ্ট্রকে এই সন্তানবাৎসল্য সত্য ও ন্যায়ধর্মকে পদদলিত করিয়া সংকীর্ণ স্বার্থপরতার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল। এক সন্তানবাৎসল্যই উভয়ের জীবনে বিপরীতভাবে ক্রিয়া করিল।